একুশে টেলিভিশন—চেতনা থেকে প্রেরণা

প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

বাণী

গণমাধ্যমে দেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও উন্নয়ন গতিধারা বিকাশের চিত্র এবং গণমানুষের আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়। বৈষম্য, বঞ্চনা ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী ঐতিহ্যের অধিকারী বাঙালি জাতির রয়েছে হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জাতি অর্জন করে পরম আরাধ্য স্বাধীনতা। স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্খা ও অমূল্য চেতনাই বাঙালি জাতির প্রাণশক্তি। জাতির জনকের নির্মম শাহাদতবরণের পর ইতিহাস বিকৃতি, হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন - সংগ্রামের পথ অতিক্রম করে এসেছে এদেশের মানুষ। আমরা বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

একুশে টেলিভিশন বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি জাতীয় সম্প্রচার নেটওয়ার্ক হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সুফল হিসেবে নির্বাচনের প্রাক্কালে বেতার-টেলিভিশনকে স্বায়ত্বশাসন দেয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতির কাছে যে অঙ্গীকার দিয়েছিল এর মাধ্যমে তা অনেকাংশে পূরণ হল। বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় স্বাধীন সম্প্রচার নেটওয়ার্ক পরিচালনার অনুমোদন এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ অনুমোদন দেশে উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

নতুন সহস্রাব্দে দেশের মানুষের সার্বিক জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় টেলিভিশনের প্রভাব হবে সর্বপ্লাবী। এদিকে লক্ষ্য রেখে একুশে টেলিভিশন তথ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিনোদনের সকল ক্ষেত্রে অগ্রসরমান, উন্নত ও পরিশীলিত জীবনবোধ উন্মোচনে কাজ করে যাবে বলে আমি আশা করি।

'একুশে' নামকরণের মধ্য দিয়ে বাঙালির মহান ভাষা আন্দোলনের গৌরবগাঁথা আর নতুন সহস্রাব্দের অঙ্গীকারের বাহন হয়েছে এ সম্প্রচার নেটওয়ার্ক। 'একুশে টেলিভিশন' আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশ, আবহমান বাঙালি সংস্কৃতি চর্চা, প্রগতি ও গণতন্ত্রের পথে অভিযাত্রা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। একুশে টেলিভিশনের যাত্রা শুভ হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

শেখ হাসিনা

মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রীর

বাণী

বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমানে গণতন্ত্র বিকাশের যে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তাতে উপমহাদেশের প্রথম বেসরকারী টেলিভিশন 'একুশে টিভি' আজ থেকে তার অভিযাত্রা শুরু করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ইতিহাসে নবতর অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। এই দিনটি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার এক উজ্জ্বল মাইল ফলক।

বর্তমান সরকার অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে বাক স্বাধীনতার বিষয় রয়েছে। তবে স্বাধীনতা ভোগ করার সাথে দায়িত্বশীলতার বিষয়ও গভীরভাবে সম্পৃক্ত, কারণ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হোক এটা কারো কাম্য নয়। ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়। বিনোদনের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও দারিদ্র বিমোচন প্রভৃতি জাতীয় ও সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল অবদান রাখতে হবে। আশাকরি একুশে টিভি এ বিষয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবে। আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য। বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও শোষণহীন সোনার বাংলা গড়া। এ দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'একুশে টিভি' সহ সকল গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হবে। হাজার বছরের বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে।

আমি 'একুশে টিভি'র সাফল্য কামনা করছি এবং বেসরকারী টেলিভিশন স্থাপনের সাহসী সিদ্ধান্ত প্রদান করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

আবু সায়ীদ মাহমুদ
চেয়ারম্যান
এন্ড সি ই ও
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড
মেট্রোওয়েভ লিমিটেড
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ইউনিডেভ লিমিটেড
লেদারবোর্ডস্ লিমিটেড

বাণী

বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। দেশবাসী বাংলা ভাষায় একটি পরিপূর্ণ টেলিভিশনের প্রতিক্ষায় ছিল। আজ এ প্রত্যাশা পূরণ হলো। একুশে টেলিভিশন নতুন শতকের নতুন উপহার। আজকের এ শুভক্ষণটি আমার জন্য স্মরণীয়।

একুশে টেলিভিশন নামেই যার পরিচয়। একুশে শব্দটি একটি আদর্শের পরিচায়ক। একুশে আমাদের চেতনার প্রথম সোপান - এর মাঝে নিহিত গৌরব আর ঐতিহ্য। পাশাপাশি আমরা যে নতুন শতকে পা দিয়েছি তার নামও একুশ। একুশ শতাব্দী প্রভূত সম্ভাবনাময় ও চ্যালেঞ্জিং। তাই অতীতের চেতনাকে সাথে নিয়ে আগামীর চ্যালেঞ্জের গলায় বিজয়ের মালা পরাতেই একুশে টেলিভিশনের আজকের এ পদযাত্রা।

একুশে টেলিভিশনের খবর, প্রতিবেদন, প্রামাণ্যচিত্র, শিক্ষা ও সমাজ সচেতনতামূলক, বিনোদন ও খেলাধূলা সহ সকল অনুষ্ঠানমালাই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সাজানো। একুশে টেলিভিশন পরিবর্তনের দিগন্ত উন্মোচন করবে।

একুশে টেলিভিশনের এ পদযাত্রায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সকল শুভাকাঙ্খীর প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আর্শিবাদ নিয়ে এবার এগিয়ে যাবার পালা।

গভীর আন্তরিকতায়,
আবু সায়ীদ মাহমুদ
আবু সায়ীদ মাহমুদ

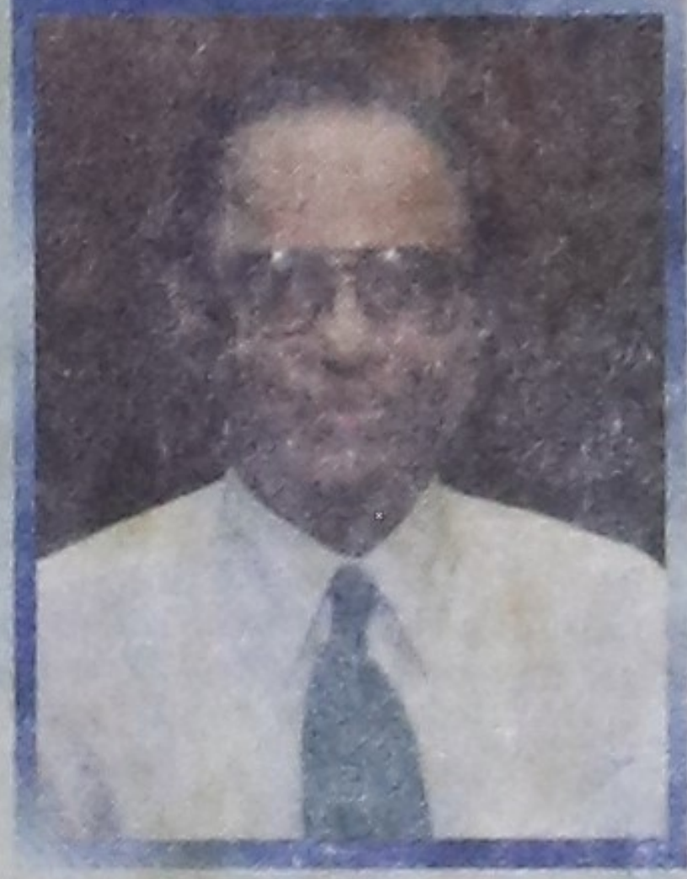

বাণী

বেসরকারী মালিকানায় একটি টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী। একুশে টেলিভিশনের মালিক কর্তৃপক্ষ প্রচুর বিনিয়োগ করে এই চ্যানেল স্থাপনে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রসংশনীয়। একুশে কর্তৃপক্ষ টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন চ্যানেলে সম্প্রচারের যে স্বাধীনতা পেয়েছে, তা একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা বা দায়িত্ব পালনের সাথে জড়িত। অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধ করে সুস্থ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানসহ শিক্ষামূলক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে একুশে টেলিভিশন সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমাজকে সম্পৃক্ত ও উদ্বুদ্ধ করে দেশ ও জাতি গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি একুশে টেলিভিশনের সার্বিক সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

আকমল হোসেইন
এম. আকমল হোসেইন
সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়

পরিচালক মন্ডলী

ফারহাদ মাহমুদ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড
ইউনিডেভ প্রোডাকশনস্ লিমিটেড
ইউনিডেভ পাবলিকেশনস্ লিমিটেড
ডিরেক্টর
ইউনিডেভ লিমিটেড
লেদারবোর্ডস্ লিমিটেড

সাইমন ড্রিং
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

সায়মন ড্রিং এমন একজন পুরস্কার বিজয়ী সাংবাদিক, টিভি উপস্থাপক এবং প্রযোজক, যার ঘটনাবহুল পেশা জীবন জুড়ে রয়েছে ২২টি যুদ্ধ, বিপ্লব এবং বিশ্বব্যাপী এসাইনমেন্টের বর্ণাঢ্য স্মৃতি। বিগত ২০ বছরের সাংবাদিকতা জীবনের অধিকাংশ সময়ই তার কেটেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স, বিবিসি টেলিভিশন ও রেডিও নিউজ এবং দি ডেইলী টেলিগ্রাফের হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন রণাঙ্গনে, খবরের পেছনে ছুটতে। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক সায়মন ড্রিং'এর প্রতিবেদন থেকেই বিশ্ববাসী জানতে পারে ২৫শে মার্চের কালো রাতে ঢাকায় ঘটে যাওয়া নারকীয় হত্যাযজ্ঞের খবর। ১৯৯৭ সালে বিবিসির চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে আবু সায়ীদ মাহমুদ এবং ফারহাদ মাহমুদের সাথে যে স্বপ্ন, যে কল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য তিনি জোট বাঁধেন - সেটিই হলো একুশে টেলিভিশন।

এ. রউফ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
র‍্যাংগস্ গ্রুপ
ভাইস চেয়ারম্যান
ব্যাংক এশিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
সি ফিশার্স লিমিটেড
ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

রুমি হোসেন
ডিরেক্টর
র‍্যাংগস্ তোশিবা লিঃ
ব্যাংক এশিয়া লিঃ
গালফ অয়েল বাংলাদেশ লিঃ
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

এমরান মাহমুদ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মেট্রোওয়েভ লিমিটেড
মেট্রোওয়েভ প্রোডাকশন লিমিটেড
এ. সি. এস. আই লিমিটেড
ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড
ইউনিডেভ লিমিটেড

তপন চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্কয়ার গ্রুপ
চেয়ারম্যান
শেলটেক (প্রাঃ) লিমিটেড
ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

অঞ্জন চৌধুরী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড
ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

নাসিরউদ্দিন আহমদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর
নাসকম (প্রাঃ) লিমিটেড
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড
ডেল্টা ব্রাক হাউজিং ফাইনান্স কর্পোরেশন লিঃ

আব্দুস সালাম
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
সারাহটেক্স লিমিটেড
এস এ এস হোল্ডিং লিমিটেড
ডিরেক্টর
ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড
ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড
সেনিসাম ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
এস এ এস ফ্যাশনওয়্যার লিমিটেড
আমেরিকা নেট আই এন সি
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

আজম জে. চৌধুরী
চেয়ারম্যান
গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিঃ
ইস্ট কোস্ট গ্রুপ অব কোম্পানিজ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ইসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
ডিরেক্টর
মবিল যমুনা ফুয়েলস লিমিটেড
মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস লিমিটেড
ডেল্টা ব্রাক হাউজিং ফিনান্স কর্পোরেশন লিমিটেড
প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড
প্রাইম ফিনান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

মোঃ লিয়াকত হোসেন
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট
এস এ এস হোল্ডিং লিমিটেড
ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

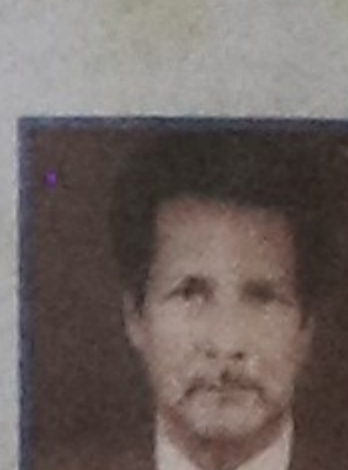

এ. কে. সালেহ্
ডিরেক্টর
ইউনিডেভ লিমিটেড
লেদারবোর্ডস্ লিমিটেড
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

সুনীল নায়ার
ভাইস প্রেসিডেন্ট - ইনভেস্টমেন্ট
সিটি ব্যাংক, এন. এ
ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

এডওয়ার্ড বোজেন
প্রেসিডেন্ট
ওয়াটারফোর্ড পার্টনার এল এল সি
ডিরেক্টর
একুশে টেলিভিশন লিমিটেড

একুশে টেলিভিশন

একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

বিনোদন ও তথ্যের মাধ্যমে পরিবর্তনের অঙ্গীকার

একুশে টেলিভিশন বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী টেলিভিশন নেটওয়ার্ক। বাংলা ভাষায় এই নেটওয়ার্ক একই সাথে টেরেসট্রিয়াল এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রচারিত হবে। সারা দেশের দর্শকদের মতই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারী দর্শকরা একুশে টেলিভিশন দেখতে পাবেন।

নতুন সহস্রাব্দের শুরুতেই একুশে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করেছে। এ চ্যানেলের নতুন স্বাদের প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানমালায় থাকছে খবর, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, বিনোদন ও নাটক, সঙ্গীত আর সংস্কৃতি, ছায়াছবি ও বিদেশী ধারাবাহিক, খেলাধূলা এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, প্রামাণ্য চিত্র, শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠান, শিক্ষা ও সামাজিক সমস্যাভিত্তিক অনুষ্ঠান।

একুশে টেলিভিশনের কার্যক্রম সারা দেশের জন্য। প্রতিদিন সকাল থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত ১২ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে একুশে টেলিভিশনে। আমরা মনে করি, শুধু বিচিত্রানুষ্ঠান বা নাটক নয়, খবর বা তথ্যও বিনোদনের অংশ হতে পারে। আমরা সবার ঘরে একটি নতুন জানালা যোগ করতে চাই, যার মাধ্যমে বিনোদন ও তথ্যের মাধ্যমে পরিবর্তনের অঙ্গীকার শুধুমাত্র বাইরের বিশাল বিশ্ব নয়, আমাদের নিজের দেশের বিষয়েও জানা যাবে।

পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়েই একুশে টেলিভিশন এসেছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ব্যাপারে টেলিভিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একুশে টেলিভিশন দক্ষতা বাড়াবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং তরুণদের জন্য খুলে দেবে নতুন দিগন্ত।

একুশে টেলিভিশন এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই নেটওয়ার্ক শুধুমাত্র নগরবাসী দর্শকের নয়, গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের বিশেষ চাহিদাও মেটাবে। বাংলাদেশের খুব কম সংখ্যক দর্শকের কেবল্ বা স্যাটেলাইট সংযোগ আছে। কেবল্ বা স্যাটেলাইট সংযোগ নেয়া এখনো গ্রাম বাংলার দর্শকের সামর্থের বাইরে। গ্রাম বাংলার এই দর্শকদের চাহিদা মেটাবে একুশে টেলিভিশন।

একুশে টেলিভিশনের লক্ষ্য হলো বেশীর ভাগ সময়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌছানো এবং বাংলাদেশের সব জায়গায় উপস্থিতির স্বাক্ষর রাখা এবং দেশবাসীকে জনপ্রিয়, দায়িত্বশীল, উঁচু মানের এবং তাদের পছন্দের অনুষ্ঠান উপহার দেয়া।

একুশে
ETV
পরিবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ

সৌজন্যে

SAS Holdings Limited · RANGS TOSHIBA · SQUARE · unidev ltd · SEA FISHERS LIMITED · Green Delta Insurance Company Ltd. · Mediarom Limited · EC Securities Limited